বাংলাদেশের বিপক্ষে নামার আগে উইন্ডিজ দলে দুঃসংবাদ

বিশ্বকাপ মিশনে এসে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে ক্যারিবীয় শিবিরে। প্রস্তুতি ম্যাচের আগে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার ফাবিয়ান অ্যালেন। এবার চোটে পড়েছেন দলটির বাঁহাতি পেসার ওবেড ম্যাককয়।

সুপার টুয়েলভে ২৯ অক্টেবর বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে দেখা যাবে না ম্যাককয়কে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ বুধবার রাতে এক বিবৃতিতে ম্যাককয়ের ডান পায়ে চোট পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

২৪ বছর বয়সি এই পেসার কবে ও কীভাবে চোট পেয়েছেন, তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে গত মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে পারেননি তিনি।

গত শনিবার সুপার টুয়েলভে খেলেছিলেন ম্যাককয়। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ উইকেটে হেরে যান ক্যারিবীয়রা। ওই ম্যাচে দুই ওভার বল করে ১২ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন ম্যাককয়।

ম্যাককয়ের চোটের কারণে নিজেদের পরের ম্যাচের আগে দলে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার জায়গায় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এতদিন রিজার্ভ হিসেবে দলের সঙ্গে থাকা অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার।

ম্যাককয়ের বদলিতে হোল্ডারকে নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটি। সে অর্থে বাংলাদেশের বিপক্ষে শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নামবেন বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

ক্যারিবীয়দের হয়ে এখন পর্যন্ত ২৭টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২৯ বছর বয়সি জেসন হোল্ডার। ২০ ওভারের সংস্করণে দেশের হয়ে সবশেষ গত আগস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পথচলা শুরুর ১৫ বছরে এসেও ইংল্যান্ডের সাক্ষাৎ পায়নি বাংলাদেশ। অবশেষে বিশ্বকাপে আজ এই সংস্করণে প্রথম ইংলিশদের মুখোমুখি হবে টাইগাররা।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বুধবার বিকেল ৪টায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

পরিষ্কার ফেভারিট হিসাবে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। অনেকদিন ধরেই ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মুকুট নিজেদের মাথায় দিয়ে রেখেছেন মরগান-মালানরা।
আসরের প্রথম ম্যাচে রাজার মতোই জিতলেন তারা। আগ্রাসী হয়ে খেলে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫৫ রানে গুঁড়িয়ে দিলেন ইংলিশরা। ৬ উইকেটের দাপুটে জয়ে ফুরফুরে মেজাজে আছে ইংলিশরা।

বাংলাদেশের বোলারদের পেলে বাটলাররা তুলোধোনা করে ছাড়বে- এমনটা বোঝাই যাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রুপপর্বের বাধা ডিঙ্গিয়ে মূলপর্বে সুযোগ পেয়ে প্রথম ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে ১৭১ রান করেও বাজে ফিল্ডিংয়ের কারণে হেরে ব্যাকফুটে বাংলাদেশ।

তবে বাংলাদেশও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে টাইগাররা। আর তা লুফে নিয়েই ম্যাচভাগ্য নিজের পকেটে পুরতে পারেন মাহমুদউল্লাহ।

এদিকে এমন কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কেমন একাদশ নিয়ে নামবেন মাহমুদউল্লাহ তা নিয়ে কৌতুহল থেকেই যায়া।

আজ বাংলাদেশ একাদশে শ্রীলংকার বিপক্ষের ম্যাচে একাদশে অন্ততপক্ষে দুটো পরিবর্তন আসতে পারে। একটি হচ্ছে পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। যিনি পিঠের ব্যথায় ম্যাচ থেকে ইতোমধ্যে ছিটকে গেছেন। তার জায়গায় মূল দলে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন রুবেল হোসেন। অন্যদিকে পেসার তাসকিনকে বসিয়ে শরীফুল ইসলামকে নেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জন চলছে।

এদিকে শ্রীলংকার ম্যাচে সহজ দুটি ক্যাচ ছেড়ে সমালোচনার বেড়াজালে

আটকে আছেন ওপেনার লিটন দাস। তার ব্যাটেও রান আসছে না। তাই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার একাদশে থাকা নিয়ে শংঙ্কা রয়েছে। তার বদলে একাদশে ফের ফিরতে পারেন সৌম্য সরকার। আসরে এখন পর্যন্ত ২ ফিফটি পাওয়া ওপেনার নাঈম শেখের সঙ্গে এখন কে নামবেন ওপেনিংয়ে তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে।

একনজরে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ:

মোহাম্মদ নাঈম শেখ, লিটন দাস/সৌম্য সরকার, সাকিব আল হাসান, মুশফিকু রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান, রুবেল হোসেন/শরিফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য একাদশ:

জেসন রয়, জস বাটলার, ডেভিড মালান, জনি বেয়ারস্টো, ইয়ন মরগান, লিয়াম লিভিং, মঈন আলী, ক্রিস ওকস, ক্রিস জর্ডান, আদিল রশিদ ও টাইমাল মিলস।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয়ে খুশি ভারতও!

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষ স্থান ধরে রাখল পাকিস্তান। দুই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট চার। এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত করেই ফেললেন বাবররা।

লড়াই হবে দ্বিতীয় স্থানের জন্য। ৩১ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। সেই ম্যাচে যে দল জিতবে সেমিফাইনালে যাওয়ার দিকেও তারাই এগিয়ে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। খবর আনন্দবাজার পত্রিকা ও টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

আর এ কারণেই নিউজিল্যান্ডের পরাজয়ে কেবল পাকিস্তানই, খুশি ভারতও। মঙ্গলবার পাকিস্তান যখন অপমানের বদলা নিচ্ছে, ভারতীয় সমর্থকরা চাইছিলেন বাবরদের জয়। রোববার যে প্রতিপক্ষের কাছে ১০ উইকেটে

হারের লজ্জা সইতে হয়েছে, সেই পাকিস্তানের জয়ের দিকেই তাকিয়ে বসেছিলেন ভারতীয় সমর্থকরা।

কারণ ‘বি’ গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড ছাড়া বাকি তিন দল আফগানিস্তান, নামিবিয়া ও স্কটল্যান্ড। ভারতীয় সমর্থকদের মতে, এই তিন দলের বিরুদ্ধেই অনায়াসে জিতবে প্রথম তিনটি দল।

ফলে নিজেদের মধ্যে ম্যাচগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেওয়ায় ভারতের বিপক্ষে তাদের ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি ম্যাচের দিন পাকিস্তান সফর বাতিল করেছিল নিউজিল্যান্ড। তাদের এই আচরণ একেবারেই মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান রমিজ রাজা বলেই রেখেছিলেন বদলা নেওয়া হবে টি২০ বিশ্বকাপে। সেটিই করে দেখালেন বাবর আজমরা।

ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডকে চাপে রেখে ৮ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেট হাতে নিয়ে বিশ্বকাপের টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পায় পাকিস্তান।

মঙ্গলবার তাই নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে অপমানের জ্বালা জুড়ানোর সঙ্গে ভারতীয় সমর্থকদের মুখেও হাসি ফোটালেন বাবররা।

শামির পাশে দাঁড়ালেন রাহুল-শচীনরা

পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে হারের পর গণমাধ্যমে বর্ণবাদী ও বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণের শিকার হন ভারতীয় দলের ডানহাতি পেসার মোহাম্মদ শামি।

মুসলিম হওয়ার কারণে ভারতীয় দলের এ পেসারকে ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিতে ছাড়েননি আক্রমণকারীরা। খবর এনডিটিভির।

ইনস্টাগ্রামে শামির অ্যাকাউন্টে এই আক্রমণ আছড়ে পড়েছে, যা দেখে ভারতের সাবেক ও বর্তমান অনেক ক্রিকেটারই সরব হয়েছেন।

শচীন টেন্ডুলকার থেকে বীরেন্দ্র শেবাগ অনেকেই শামির পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের একহাত নিয়েছেন।

রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে এ ঘটনার। রাহুল গান্ধীও পাশে দাঁড়িয়েছেন শামির।

টুইটারে রাহুল লিখেছেন—শামি, আমরা সবাই তোমার পাশে আছি। এদের জীবনটাই ঘৃণায় ভরে গেছে। কারণ ওদের কেউ ভালোবাসে না। ওদের তুমি ক্ষমা করে দাও।

প্রতিবাদ জানিয়েছেন কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহও। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন— এগারো জনের দল হেরেছে। তা হলে মাত্র একজনকে নিশানা করা হচ্ছে কেন?

তবে পরের দিকে শামির পাশে দাঁড়িয়ে অনেক ক্রিকেটভক্ত, পাল্টা টুইটও করতে থাকেন। তাতে ঘৃণা নয়, শামির প্রতি ভালোবাসাই রয়েছে।

শচীন টেন্ডুলকার টুইটারে লিখেছেন— ‘আমরা যখন টিম ইন্ডিয়াকে সমর্থন করি, তখন টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেক সদস্যকে সমর্থন করি। মোহাম্মদ শামি একজন বিশ্বমানের বোলার। ওর দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না।

আর যে কোনো ক্রীড়াবিদের মতো ওরও একটা খারাপ দিন যেতে পারে। আমি শামি এবং টিম ইন্ডিয়ার পাশে আছি।

লিটনকে দায়ী করতে চান না মুশফিক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মঞ্চে সুপার টুয়েলভে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে হেরে গেছে বাংলাদেশ।

এ পরাজয়ে রীতিমতো ‘খলনায়ক’ বনে গেছেন ওপেনার লিটন দাস।

ফিল্ডিংয়ে দুটি সহজ ক্যাচ ফেলে দেওয়াতেই এ তকমা জুড়ল লিটনের নামের পাশে।

যদিও শ্রীলংকার ইনিংসের শুরুতে বাউন্ডারি লাইনে ঝাঁপিয়ে দারুণ এক চার আটকে দিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন লিটন দাস।

কিন্তু ম্যাচের ১৩তম ওভারে আফিফের বলে ভানুকা রাজাপাকসে ডিপ ফাইন লেগে ক্যাচ তুলে দিলে সেটি ধরতে ব্যর্থ হন লিটন।

ম্যাচভাগ্য যখন দোলাচলে তখন আরও একবার ব্যর্থ হন লিটন। জয়ের জন্য ৩৫ বলে ৪৯ চাই শ্রীলংকার।

মোস্তাফিজুর রহমানের স্লোয়ারে ক্যাচ উঠিয়েছিলেন ৬৩ রানে থাকা চারিথা আসালাঙ্কা। এক্সট্রা কাভারে সেই ক্যাচ হাতে জমাতে পারেননি লিটন।

ওই দুই ক্যাচ ফসকে যাওয়া কারণেই ম্যাচটা অনেকটাই ফসকে গেছে।

এ কথা সংবাদ সম্মেলনে এসে স্বীকার করেছেন ৩৭ বলে ৫৭ রান করে ফর্মে ফেরা তারকা ব্যাটার মুশফিকুর রহিমও।

তবে হারের জন্য মুশফিক সরাসরি দায় দিতে চাইলেন না লিটনকে। উল্টো লিটনকে বাংলাদেশ দলের সেরা ফিল্ডার বললেন।

হারের বেদনা নিয়ে কথা বলতে এসে মুশফিক বলেন, ’আমি মনে করি দায় দেওয়ার কিছু নাই। একটা ম্যাচ খেললে ছোটখাটো ভুল থাকে, অনেক কিছু আবার ইতিবাচক থাকে। হ্যাঁ, ওই দুটা ক্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লিটন খুবই ভালো ফিল্ডার, সাধারণত আমার কাছে এলে ভিন্ন বিষয় ছিল, আমি হয়তো ওরকম মানের ফিল্ডার না। কিন্তু লিটন বাংলাদেশ দলের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ওই সময় চাপে ছিল সে। দুজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ব্যাট করছিলেন। একটা জুটি হয়ে গিয়েছিল, আমাদের ব্রেক থ্রো দরকার ছিল। সব মিলিয়ে বলব একজনের ওপর দায় ঠিক না। আমরা ছোটখাটো কিছু ভুল করেছি। সে জন্য আমরা আসলে জিততে পারিনি।’

প্রসঙ্গত, রোববার শারজা স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নাঈম শেখের ৫২ বলে ৬২ আর মুশফিকের ৫৭ রানে বাংলাদেশ ১৭১ রানের লড়াকু পুঁজি পায়।

এর পরও ক্যাচ মিসের মহড়ায় ৭ বল আগেই ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়

শ্রীলংকা। লিটনের হাতে জীবন পেয়ে আসালাঙ্কা ও রাজাপাকসে করেন যথাক্রমে ৮০ এবং ৫৩ রান।

ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের ৫ কারণ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে বেশ সতর্ক ছিলেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

বিশ্বকাপে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্যের রেকর্ডে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেননি তিনি।

ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছিলেন, ইতিহাস যতই ভারতের পক্ষে যাক, পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী দলকে হারাতে হলে সর্বোচ্চাটাই দিতে হবে।

কিন্তু রোববার রাতে সেরাটা দিতে পারলেন না কোহলির সতীর্থরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে শোচনীয় হার মানল ভারত।

এমন লজ্জার হারের নেপথ্যে পাঁচ কারণ খুঁজে পেয়েছে কলকাতার জনপ্রিয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ ।

এক.
কোহলির টস হারাকেই এই পরাজয়ের দুয়ারে প্রথম পা রাখা বলে দাবি করছে আনন্দবাজার।

তারা লিখেছে, টসে হেরে আগে ব্যাট করতে বাধ্য হয়েছে ভারত। এটাই ম্যাচে সব থেকে বড় তফাৎ গড়ে দেয়। শিশিরের কারণে ভারতের পাঁচ বোলার বল ঠিকমতো গ্রিপ করতে পারেননি। ভুবনেশ্বর, শামির হাত থেকে স্লোয়ার দেখা যায়নি। বুমরাহর ইয়র্কার দেখা যায়নি। কিন্তু পাকিস্তান টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করায় তাদের বোলারদের এই সমস্যা হয়নি।

দুই.
কোহলি ও ঋষভ পন্থ ছাড়া ভারতের আর কোনো ব্যাটসম্যানই রান পাননি। বিশেষ করে প্রথম ওভারেই রোহিত শর্মা আউট হয়ে যান।

আফ্রিদি পরের ওভারে তুলে নেন লোকেশ রাহুলকে। এর পর আর রান তোলার গতি বাড়াতে পারেনি ভারত।
ভারতের ছোড়া ১৫২ রানের লক্ষ্য হেসেখেলেই পার করে দেন বাবর ও রিজওয়ান।

তিন.
ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ফিটনেসহীনতা। গতরাতের ম্যাচে হার্দিককে দেখা গেল তিনি সুস্থ নন। কাঁধের চোটে বলও করেননি তিনি। এ রকম অসুস্থ ক্রিকেটারকে বিশ্বকাপের ম্যাচে কেন খেলানো হলো? সে প্রশ্ন উঠে গেছে ইতোমধ্যে।

চার.
আইপিএল না খেলায় পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা শক্তি, দুর্বলতা সম্পর্কে কোহলিরা ছিলেন অজ্ঞ। অন্যদিকে পাকিস্তান সুপার লিগে খেলে বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিরা নিজেদের নিঃশব্দে তৈরি করেছেন।

পাঁচ.
ফেভারিটের তকমা নিয়ে নামা কোহলিরাই বেশি চাপে ছিলেন। বাবরদের হারানোর কিছু ছিল না। চাপহীন, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে বাজিমাত করেছেন তারা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে হারকে যেভাবে দেখছে ভারতের মিডিয়া

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপার অন্যতম দাবিদার ভারত। তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও তাই বলে।

এবার বাবর আজমদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রাখা হয়েছিল বিরাট কোহলিদের।

‘মওকা মওকা’ ধ্বনিতে মুখর ছিল ভারতীয় মিডিয়াগুলো।

কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে দেখা গেল একেবারে উল্টোটা। রোববার রাতে

প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানের কাছে একেবারে ১০ উইকেটে উড়ে গেল ভারত।

এমন হারের পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার তীব্র সমালোচনা চলছে ভারতীয় মিডিয়ায়। শোচনীয় পরাজয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। বিরাট কোহলি ও ভারত দলের কোচ রবি শাস্ত্রীকে ধুয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রীড়া সাংবাদিকরা।

কলকাতার জনপ্রিয় গণমাধ্যম ভারতের এই হারকে ‘গো হারা’ বলে উল্লেখ করেছে। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে ভারত চূর্ণ হয়েছে লিখে ১০ উইকেটে হারকে বিরাট লজ্জার পরাজয় বলা হয়েছে। ভারতের ১১ জনের মধ্যে ছজন শূন্য নম্বর দিয়েছে কলকাতার জনপ্রিয় পত্রিকা আনন্দবাজারের অনলাইন সংস্করণ।

তারা শিরোনাম করেছে, ’ভারতের ১১ জনের মধ্যে ছ’জন পেলেন শূন্য, নম্বর দিল আনন্দবাজার অনলাইন।

পশ্চিমবঙ্গের আরেক গণমাধ্যম জি-নিউজ লিখেছে, এমন হারে দেশকে লজ্জায় ডুবিয়েছেন কোহলিরা। ভারত দলের ভরাডুবি হয়ে উল্লেখ করে এর নেপথ্যে ৭ কারণ খুঁজে পেয়েছেন তারা।

জি-নিউজ শিরোনাম করেছে, ’এই ৭ ভুলেই ভরাডুবি টিম ইন্ডিয়ার, লজ্জার হারের নেপথ্যের ব্যাখ্যা কী?’

পাকিস্তানের কাছে ভারতের নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়াকে ’অযাচিত হার’ বলে উল্লেখ করেছে হিন্দুস্তান টাইমস।

তারা শিরোনাম করেছে, ’পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতীয় ওপেনাররা, ১১ বছর পর ঘটল অযাচিত ঘটনা।’

এ ছাড়া পাক পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ভারতের ব্যাটারদের ত্রাস হিসেবে লিখেছেন তারা।

সংবাদমাধ্যমটি আরও লিখেছে— এ হারের মাধ্যমে অধিনায়ক হিসেবে চিরকালীন ’দাগ’ লাগিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘১২’ ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা

আর ৬ ঘণ্টাও বাকি নেই ক্রিকেটবিশ্বের সবচেয়ে বড় ও স্নায়ুচাপ ম্যাচের মাঠে গড়ানোর।

একে তো ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ, তার ওপর বিশ্বকাপ মঞ্চ। দুটো মিলে উত্তেজনার পারদ চরমে।

তাছাড়া বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তান দলের এখনবধি ক্রিকেটের এই বড় মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে কোনো সাফল্য নেই।

৬ বারের মুখোমুখি দেখায় ৫ বারই জিতেছে ভারত। একটি ড্র হয়েছে। সঙ্গত কারণেই রোববারের ম্যাচটি বাবর আজমদের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গত দুই সপ্তাহ ধরেই দুই দেশের সমর্থকরা বিষবাক্যের বাণে একে অপরকে জর্জরিত করছেন। ‘মওকা মওকা’ শব্দে বিভোর ভারতীয়রা।

এদিকে ম্যাচের ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় আগে ১২ ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে পাকিস্তান।

শনিবার দুপুরেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানিয়ে দিল, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে কারা থাকছেন একাদশের বিবেচনায়।

তালিকায় আছেন পাক দলের দুই অভিজ্ঞ তারকা মোহাম্মদ হাফিজ ও শোয়েব মালিক। তবে স্থান হয়নি দলটির সাবেক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদের।

বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা মোহাম্মদ নাওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিমকেও রাখা হয়নি একাদশে।

বাবর আজমের নেতৃত্বে অবধারিতভাবেই স্কোয়াডে থাকছেন ব্যাটার ফখর জামান, হায়দার আলী, পেসার শাহীন শাহ আফ্রিদি এবং উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ রিজওয়ান।

ভারত ম্যাচের জন্য পাকিস্তানের ঘোষিত ১২ সদস্যের দল:

বাবর আজম (অধিনায়ক), আসিফ আলী, ফখর জামান, হায়দার আলী, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), ইমাদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ হাফিজ, শাদাব খান, শোয়েব মালিক, হারিস রউফ, হাসান আলী, শাহীন শাহ আফ্রিদি।

তথ্যসূত্র: পিসিবি টুইটার

শুরুতেই ২ উইকেট হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূলপর্বের প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নেমেই বিপাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২.১ ওভারে ১৬ রানে দুই উইকেট হারায় আফ্রিকা।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই সাফল্য পান গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তার স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে সাজঘরে ফেরেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ১.৩ ওভারে দলীয় ১৩ রানে ফেরেন আফ্রিকার অধিনায়ক।

তিনে ব্যাটিংয়ে নেমে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই জশ হ্যাজলউডের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন রিশি ভেন দার ডুসেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা: কুইন্টন ডি কক, টেম্বা বাভুমা, এইডেন মারক্রাম, রিশি ভেন দার ডুসেন, ডেভিড মিলার, হেনরিখ ক্লাসেন, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, কেশভ মহারাজ, কাগিসো রাবাদা, এনরিচ নর্টজে ও তাবরাইজ শামসি।

অস্ট্রেলিয়া: অ্যারন ফিঞ্চ, ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, প্যাট কামিনস, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা ও জশ হ্যাজলউড।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন কেন কঠিন? জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলী

ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথকে সবচেয়ে বেশি হাইভোল্ডেজ ও স্নায়ুচাপের ম্যাচ বলা হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক বৈরিতায় ২২ গজের লড়াইয়ে দুই দেশের মাঝে কদাচিৎ দেখা হয়। তাও কেবল বিশ্বমঞ্চে।

দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয় না বললেই চলে। রোববার দুবাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ।

সেই ম্যাচকে সামনে রেখে ফের প্রসঙ্গ উঠল ভারতের মাটিতে ইন্দো- পাক ম্যাচের।

এ বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর মতে, ভারতের ভেন্যুতে পাক-ভারত ম্যাচের আয়োজন করা মুশকিল।

এর পেছনে অবশ্য ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত উত্তেজনার প্রসঙ্গ সামনে আনেননি তিনি।

সৌরভের মতে, টিকিটের বিপুল চাহিদা ভারতের মাটিতে পাকিস্তান ম্যাচ করতে না পারার একটি বড় কারণ।

এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সৌরভ বলেন,‘সবার নজর থাকে পাক-ভারত ম্যাচের দিকে। আমি বোর্ড সভাপতি হওয়ার পরেই ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ হয়েছিল। এই ম্যাচে টিকিটের বিপুল চাহিদায় হিমশিম খেতে দেখেছি। তাই ভারতের মাটিতে এই ম্যাচের আয়োজন করা খুব কঠিন।’

তবে অন্য কোনো দেশ ভেন্যু হলে অতোটা সমস্যা হয়না বলে জানালেন গাঙ্গুলী।

বললেন, ‘কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতের ছবিটা আলাদা। সেখানে এই ম্যাচের উন্মাদনা অন্যরকম। তাই সেখানে এই দুই দেশের মধ্যে খেলার

আয়োজনে কোনো সমস্যা হয় না।’

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা